আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের কর্মীদের বিরুদ্ধে নৌকার কর্মীদের বাড়িতে হামলা অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় সংসদ নির্বাচনের পরের দিন নাগদাহ গ্রামে ঈগল প্রতিকের কর্মীদের বিরুদ্ধে নৌকার কর্মীদের উপর দেশীয় অস্ত্রে হামলা ও ভাঙচুর এবং লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার সকাল ৯ টার দিকে উপজেলার নাগদাহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জের ধরে আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে আবারো নৌকার দুই কর্মীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা ও খড়ের গাদায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ও ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের যৌথ টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পেট্রোল বোমা উদ্ধার করে। ওই ঘটনার পরপরই এলাকাজুড়ে থমথমে বিরাজ করছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত ৭ জানুয়ারি রবিবার চুয়াডাঙ্গা ১ আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে ঘিরে নাগদাহ দক্ষিণপাড়া গ্রামে আওয়ামীলীগের নৌকা ও স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের দুই প্রার্থীর পক্ষে ওই এলাকার পৃথক কর্মীরা নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা করেন। পক্ষ-বিপক্ষে অংশ নেওয়া ও মতবিরোধের কারণে দু’গ্রুপে নির্বাচনি বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে- গতকাল সোমবার সকালে ঈগল প্রতিকের কর্মী মৃত করিম মোল্লার ছেলে ইকরামুল মোল্লা (৪৬), পচা মোল্লা (৫১), ইদ্রিস মোল্লা (৪০) একই এলাকার আওয়ামীলীগের নৌকার কর্মী সাগর হুসাইন
(৩৫) এবং তার পরিবারের উপর দেশীয় অস্ত্র (রামদা) নিয়ে হামলা চালায়।

এসময় ঈগল প্রতিকের কর্মীদের সমর্থনে হামলায় অংশ নেয় খাইরুল মোল্লার ছেলে শামিম মোল্লা (২৬), রায়হান মোল্লা (২১), মৃত দিন মোহাম্মদের ছেলে মিলন মোল্লা (৩৪), ইকরামুল মোল্লার ছেলে সুমন মোল্লা (২৮), সোহেল মোল্লক (২৪), আবু বক্করের ছেলে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস (৩২), পচা মোল্লার ছেলে আলিহিম মোল্লা (২৬), রব্বানি মোল্লার ছেলে ইমরান মোল্লা (২৬), জনি মোল্লা (৩২), মৃত আদম বিশ্বাসের ছেলে কটু বিশ্বাস (৩৮), আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে লতিফ বিশ্বাস (৪০), মৃত মোজাহার বিশ্বাসের ছেলে মাহাবুল বিশ্বাস

(৪০), মৃত বরকতের ছেলে শওকত আলী (৫৫)। ওই ঘটনার সময় নৌকার কর্মী সাগর হুসাইনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এছাড়াও আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে প্রতিবেশী হাবিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী সাগর হুসাইন জানান, নির্বাচন কেন্দ্রীক ইকরামুল মোল্লা গং তারা ঈগল প্রতিকে নির্বাচনের জন্য চাপ দেয়। আমি নৌকার একজন কর্মী। এছাড়া আমার মহল্লার অনেকে ছেলুন জোয়ার্দ্দারের সমর্থনকারী। সেই হিসেবে এ মহল্লার নৌকার বিপরীতে ভোট না করায় তারা বিভিন্ন হুমকি দিতে থাকে।

তিনি আরো বলেন, গতকাল সোমবার সকাল ৯ টার দিকে ঈগল প্রতিকের প্রার্থী হেরে যাওয়ায় ১৫-২০ জন ঈগল প্রতিকের কর্মীরা আমার বাড়িতে জোরপূর্বক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। আমি পালিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেও দরজায় রামদা দিয়ে কোপ মারে। এতে আমি আমার পরিবারসহ মহল্লাবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এছাড়া আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে আমার বাড়ির রান্না ঘরের টিনের উপর পেট্রোল বোমা রেখে যায়। এছাড়া প্রতিবেশী নৌকা কর্মী রবিউলের বসতবাড়িতে থাকা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

আরেক ভুক্তভোগী হাবিবুর রহমান জানান, আজ মঙ্গলবার রাতে পরিবার নিয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিলাম।হঠাৎ রাত ১ টার দিকে কয়েকজন লোকের উপস্থিত টের পাই। গতকাল সোমবারের ঘটনার কারণে আমরা কেউ বাইরে বের হয়নি। পরে প্রতিবেশীদের চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে খড়ের গাদায় আগুন দেখতে পায়।

তিনি আরো বলেন, গতকাল সোমবার সকালে ঈগল প্রতিকের কর্মীরা সাগরের নিকট হামলা চালালে আমি প্রতিবাদ করি। ওই একারণেই আমার বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশের আইসি গোলাম হোসেন জানান, গতকাল সোমবারের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় বাদি পক্ষ জামিন নিয়েছে। তবে, আজ মঙ্গলবার রাতে পেট্রোল বোমা উদ্ধার ও অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ভুক্তভোগীরা কেউ এখন পর্যন্ত লিখিত কোন অভিযোগ করেনি।

হাজারো নেতা-কর্মীদের ফুলে সিক্ত নব নির্বাচিত এমপি ‘কামারুল আরেফিন’

প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন।

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর নিজ বাড়ী, মিরপুরের বাসভবন ও মিরপুরের উপজেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উপজেলার সকল গ্রাম পুলিশসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা হাজার হাজার নেতা-কর্মী তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনেকে ঢাক-ঢোলসহ মিছিল নিয়ে এসেছেন তাঁর সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করতে। জয়ের মালা পরাতে হাজার হাজার নেতা-কর্মী প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে তাঁর গলায় মালা পরিয়েছেন। অনেকে আবার আবেক আপ্লুত হয়ে কামারুল আরেফিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সাথে কোলাকোলি করছেন, কেউ পরাচ্ছেন ফুলের মালা, কেউ কেউ দিচ্ছেন ফুলের তোড়া।

এতে বিন্দু পরিমাণ ক্লান্ত নয় নব নির্বাচিত এমপি কামারুল আরেফিনের বরং তিনি সকলকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়ে তিনি বলেন, আজকের এই আনন্দঘন মুহুর্তটি আমার প্রতিটি নেতা-কর্মীর জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁরা নির্বাচনের সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি আমার প্রতিটি নেতা- কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন. আমি অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছি, এ অর্জন মিরপুর ও ভেড়ামারার মানুষের।

আমি একটি সুন্দর সুখী এই দুই উপজেলা গঠনে সকলের সহযোগিতা চাই। মিরপুর ভেড়ামারা উপজেলার দৃশ্যমান উন্নয়নে আমাকে যা যা করতে হয় আমি তা তা-ই করব। শুধু এ দুই উপজেলার মানুষ আমার পাশে থাকলেই হবে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ৫০ বছরে এই আসনে আওয়ামী লীগের আমি এমপি হলাম এবং ৩২ বছর পর এ আসনের মিরপুর উপজেলা থেকে এমপি নির্বাচিত হলাম। ১৫ বছর ধরে এ আসনে হাসানুল হক ইনু এমপি থাকলেও এই দুই উপজেলায় তেমন কোন অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নয়ন করতে পারে নি। আমি একটি স্মার্ট আসন বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। আমার কোন নেতা- কর্মীকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেওয়া হবে না। যারা বিগত দিনে মানুষের প্রতি অত্যাচার অন্যায় করেছে তাদের দিন শেষ।

গেলো ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মনোনীত প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ২৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয় কামারুল আরেফিন।

এদিকে দিনব্যাপী মিরপুর উপজেলায় কর্মযজ্ঞ শেষে ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত

সংসদ সদস্য মহুলের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের সাথে সংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলাবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ ভাষা সৈনিক মুসা মিয়া আইসিটি সেন্টারে এই মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন জেলার মানুষের প্রত্যাশা পুরণের অঙ্গীকার নিয়ে আমি সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছিলাম। ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করেছেন। আমি ভোটারদের সেই প্রত্যাশা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করবো। এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নিয়েও তিনি কথা বলেন। সাংবদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা নেই বরং ঈগল সমর্থকরাই হামলার শিকার হচ্ছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি ও সামাজিক আক্রোশ থেকে এগুলো হচ্ছে, তবে আমার বার্তা হলো এগুলো যারা করবে তারা নিজ দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলেছি আপনারা কোন দলীয় পরিচয় দেখবেন না সহিংসতার সাথে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

সংবাদ সম্মেলন চলাকালে ঝিনাইদহ-৩ আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দীন মিয়াজী উপস্থিত হয়ে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য সকলকে নিয়ে এক সাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেণ।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দার, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম জাহেদী হিজল, নবনির্বাচিত এমপি’র ভাই আবু শাহরিয়ার জাহেদী পিপুল, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরণ ও জাহেদী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য তবিবুর রহমান লাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থি ছিলন।

সংবাদ সম্মেলনে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল আরও বলেন, মিডিয়ায় ঈগল সমর্থকরা নৌকার সমর্থকদের উপর হামলা করছে বলে যে খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক

নেই এবং একপেশে নিউজ প্রকাশিত হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেণ। সাংবাদিকদের সবকিছু জেনে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহবান জানান। তিনি বলেন, আমি শান্তিতে বিশ্বাসী, আমি উন্নয়নে বিশ্বাসী। ভোটের আগে আমি ঝিনাইদহ-২ আসনের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পুরণ করতে আমি চেষ্টা করবো। জেলায় রেল পথ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাব। তবে একক ভাবে এমপি সবকাজ পারেনা সকলের সহযোগীতায় প্রয়োজন রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার সমর্থকদের বলেছি কোন হামলা- মামলা বা কারো বাড়িঘরে ভাংচুর করা যাবে না। ভোট শেষ হয়ে গেছে এখন সবাই ভাই ভাই হিসেবে সমাজে বসবাস করতে হবে এক সাথে চা খেতে হবে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে হবে, আমি হানাহানীতে মোটেও বিশ্বাসী নয় ভালবাসা দিয়ে সমাজকে বদলাতে হবে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার মামলায় আটক ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ৩ জন আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালের দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।

এদিকে আটকের পর মঙ্গলবার দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় মামলার

ভিত্তিতে আমরা এ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছি, বাকিদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া আর যেন কোন সহিংসতা না ঘটে সেই লক্ষ্যে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাব হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসসহ মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকালের দিকে আনন্দবাস ও জয়পুর গ্রাম থেকে তিন জনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তি সহিসংতা বন্ধের দাবিতে পরাজিত প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা। পরাজিত প্রার্থীর নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারধর, তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। এসকল অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার দুপুরে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী

প্রফেসর আব্দুল মান্নান তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আপনাদের (সাংবাদিকদের) অভিজ্ঞতার আলোকে নিশ্চয় জানেন যে, নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর কর্মি সমর্থকরা পরাজয়ের লজ্জায় এবং নানাবিধ হুমকি ধমকির কারণে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে আড়ালে আবডালে এবং ঘরেই অবস্থান করেন। অন্য দিকে সহিংসতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিজয়ী প্রার্থী স্বয়ং তার কর্মিসমর্থকদের আনন্দ মিছিল সাধারণত করতে দেন না এবং সহনশীল আচারণ করতে বলেন। প্রধানমন্ত্রীও বরাবরই তা নিষেধ করেন।

কিন্তু মেহেরপুর- মুজিবনগরে বিজয়ী প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আওয়ামীলীগ নেতা কর্মিদের শয়তান বলে আখ্যা দিয়ে আগে থেকেই তার কর্মিসমর্থকদের উসকানি দিয়ে রেখেছেন। নির্বাচনের দিন জানুয়ারি বিকেল ৪টায় ভোট শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকেট গতিতে সুবিদপুর কেন্দ্রের ভোট গনণার শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হয়। এরপর সেখানে এবং দুই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা ও হিংস্রতা শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে।

গতকাল সোমবার রাতে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের লোকজন মিছিল সহকারে গিয়ে মুজিবনগর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রবীন আওয়ামীলীগ নেতা জেলা আওয়ামীলীগ এর সহ সভাপতি জনাব জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের বাসায় হামলা চালায় ইট পাটকেল ছোড়ে এবং তার লোকজনকে মারধর করে। এসময় এলাকা বাসী আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষ বাধে এতে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হয়। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও তার লোকজন প্রানভয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না। এছাড়াও একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আওয়ামীলীগ কর্মি লালনের বাড়িতে হামলা করা হয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা ও কালীগাংনী গ্রামে মহিলা মেম্বার বুলবুলি খাতুন ও মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুন ভেজালীকে মেরে আহত করা হয়েছে। বুলবুলিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়। কালীগাংনীর অনেকে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া। তেরোঘরিয়া বিল দখল করে নিয়েছে, যতারপুরে সাহেব আলীর কলা বাগান ও পেঁপে বাগান তছরুপাত করে। সোনাপুরে ছফর আলীর বাড়িতে হামলা করা হয়েছে, উজলপুরে মনছুদ্দিন ও তার পরিবারকে মারধর করেছে নৌকার কর্মি গোলাম মেম্বার, গোভীপুরে আছুনুর রহমান গোপালের উপর হামলা করেছে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার লোকজন, আশরাফপুরে হায়দার ও

নিজাম সহ ১০/১২ জন আওয়ামীলীগ কর্মিকে মারধর করেছে ও বাড়িছাড়া করেছে, দক্ষিণ শালিকায় ওসাইদ মেম্বারের অফিসে হামলা করেছে, রাধাকান্তপুরে ইসমাইল মেম্বারের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করেছে, চাঁদবিলে হাবিবের বাড়িতে হামলা করায় সে প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছাড়া, বর্শিবাড়িয়াতে ৮/১০ টি মাটরসাইকেল যোগে প্রতিমন্ত্রীর সমর্থকরা রামদাসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে পরাজিত ট্রাক প্রতিকের লোকজনকে খুজতে থাকে, মেহেরপুর পৌরসভার ০৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সভাপতির অফিসে তালা দিয়েছে। এছাড়াও প্রতিনিয়তই হামলার ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এর অবসান না হলে হামলার শিকার ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচার তাগিদে ঘুরে দাড়ালে আরো মারাত্মক সংঘর্ষ ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর চাপে কোন আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং ভোটে যে কারচুপি হয়েছে তা আপনারাও বুঝতে পেরেছেন।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা: দু’ পক্ষের ২১ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আনন্দবাস গ্রামে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কর্মী সমর্থকদের হমালায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ১৮ কর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয় পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন নেতা-কর্মী।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ঐ গ্রামের জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেরা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আনন্দবাস গ্রামের কিয়ামত আলীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদোস আলী (৫০), আল মাজুল মোল্লার ছেলে আকাশ (২৫), মৃত বক্স বিশ্বাসেট ছেলে টুকু বিশ্বাস (৪০), সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৩), আলতাব হোসেনের ছেলে অন্তর (১৬), ফজলু মোল্লার ছেলে আব্দুল হামিদ (৩২), মৃত জিরোত আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৪৫),

মৃত ওসমানের ছেলে আয়াত আলী (৪৫), নঈমুদ্দীন মোল্লার ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৫৯), আয়ূব হোসেনের ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩৫) ওয়াজ কুরুনির ছেলে পিয়াস (২৫), মৃত শওকত আলীর ছেলে আলী ইয়াছিন (৫০) সহ আরো ৬ জন।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

স্থানরীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলীসহ তিন কর্মীর অবস্থা গুরুতর হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত্ব জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ে করা হয়েছে। কেউ মামলা করলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

মুজিবনগরে শ্রদ্ধা নিবেদন

করলেন নতুন এমপি নাজমুল হক সাগর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত মেহেরপুর -২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আবু সালেহ মো: নাজমুল হক সাগর।

আজ সোমবার দুপুরে তিনি জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের নিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক,জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি সিরাজুল ইসলাম,মহিলা আওয়ামীলীগ নেত্রী নুরজাহান বেগমসহ অনেকে। এরপর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবদেন করবেন বলে জানিয়েছেন।

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে: হানিফ

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, ‘অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে, আর বিএনপির শত বাধা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, এর মাধ্যমেই জনগণ প্রমাণ দিয়েছেন তারা উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে বিজয় লাভ করে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়া-২ এ ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু নির্বাচনে পরাজয় বরণের কারণে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে কি না

এমন প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, জনতার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের রায় মেনে নেওয়া উচিত। এখানে ভোটাররা সিদ্ধান্ত দিয়েছে, অসন্তুষ্ট হওয়াটা যৌক্তিক হবে না। আর এতে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। জোট আছে, থাকবে। এই ঐক্য অটুট থাকবে।

হানিফ বলেন, বিএনপি এখন সন্ত্রাসী দল। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে দমন করা।

নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ছিল বিএনপি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বলেন, সেটাই করেন। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতা করেছে।

হানিফ বলেন এই নির্বাচনের পর এদেশে নির্বাচন নিয়ে আর কোনো নীতিবাচক কথা বলার সুযোগ থাকবে না।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিপুল ভোটে বিজয়ী লাভ করায় মাহবুব উল আলম হানিফকে জেলা তাতীলীগ এর পক্ষ সভাপতি রুহুল আমিন ফুলেল শুভেচছা জানান।

ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা; হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট, আহত ১৬

ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় অর্ধশত বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। করা হয়েছে লুটপাট। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ১৬ জন।

আজ সোমবার (৮জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী, হীরাডাঙ্গা ও সুরাপাড়া গ্রামে ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া, শিতলী, বেড়বিন্নী ও চটকাবাড়ীয়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে

এঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল নির্বাচিত হন। ফলাফল ঘোষণার পর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে নৌকার সমর্থক ও ঈগল প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত বাধে এতে ঈগল প্রতীকের ৬জন সমর্থককে মেরে আহত করে। আহতদের রাতেই ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সকালে সদরের ৩ টি গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এরই জের ধরে সোমবার সকালে মহুলের সমর্থক পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরনের অনুসারীরা পরাজিত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির সমর্থক জেলা যুবলীগের সদস্য ইব্রাহিম খলিল রাজার বাড়ীসহ তার অনুসারীদের বাড়ীতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বারইখালী, হীরাডাঙ্গা ও শুরাপাড়া গ্রামের অন্তত ৫০ টি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। বাঁধা দেওয়ায় তাদের হামলায় নারীসহ আহত হয় অন্তত ১০ জন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।এছাড়া হরিণাকুণ্ডুর তেতুলিয়া পাড়ায় ঈগলের সমর্থক চটকাবাড়ীয়া গ্রামের রনি নামে এক যুবককে ড্যাগার দিয়ে কুপিয়ে আহত করে সজিব নামে এক নৌকার সমর্থক। তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, ৩ টি গ্রামে কয়েকটি বাড়িঘর ভাংচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে ৪র্থ

বারের মতো নৌকা প্রতীক জয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৪র্থ হাজী আলী আজগর টগর নৌকা প্রতিক নিয়ে জয়লাভ করেছেন গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে রাত সাড়ে দশটার সময় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চলে চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম । ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মিলে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন। এই আসনে ৪র্থ বারের মতো বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতিকে জয়লাভ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনিত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈগল প্রতিক থেকে ২৩ হাজার ৪ শত ৯৮ জনের ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন। নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভোট পেয়েছেন ৯৬ হাজার ২ শত ৬৬ জনের ভোট।

তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ঈগল প্রতিকে ৭২ হাজার ৭ শত ৬৮ জনের ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য ফ্রিজ প্রতিকে এম এ রাজ্জাক খান রাজ ভোট পেয়েছেন ৫৯ হাজার ১ শত ৮০ জনের ভোট । স্বতন্ত্র প্রার্থী এম শহিদুর রহমান ট্রাক প্রতিকে ৯ শত ৫৮জনের ভোট পেয়েছেন। এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী আম প্রতিকে পেয়েছেন ৫ শত ৪০ জনের ভোট। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি থেকে মনোনিত প্রার্থী জাতীয় পার্টির চুয়াডাঙ্গা

জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সোহরাব হোসেন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও তিনি লাঙ্গল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ শত ৭১ জনের ভোট। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শত ৩৪টি।সাংসদীয় ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৪৯ শতাংশ।

অন্যদিকে সংসদীয় ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসন দামুড়হুদা উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে ৪র্থ বারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকায় প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর নৌকা প্রতিকে ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯ জনের ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের থেকে ৪৬ হাজার ২ শত ২৫ জনের ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন তিনি। এ সময় নৌকা প্রতিকে হাজী আলী আজগর টগর ভোট পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫৯ জনের ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা ট্রাক প্রতীক ভোট পেয়েছেন ৬০ হাজার ৮ শত ৩৪ জনের ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭ শত ৫১ জনের ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম ঈগল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ২ হাজার ৬ শত ৫১ ভোট।

স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিক ফ্রিজ প্রতিকে পেয়েছেন ৮ শত ২৯ জনের ভোট। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের মনোনিত প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও দেওয়ান মোঃ ইয়াছিন উল্লাহ মশাল প্রতীক পেয়েছেন ২ শত ১১ জনের ভোট। জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী মোঃ আব্দুল লতিফ খান গোলাপ ফুল প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ২ শত ৭১ জনের ভোট। ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মোঃ ইদ্রিস চৌধুরী আম প্রতীক পেয়েছেন ৪ শত ৩০ জনের ভোট। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি থেকে মনোনিত প্রার্থী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও তিনি লাঙ্গল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৭ শত ৭৮ জনের ভোট। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৭ হাজার ৬ শত ৬৯টি।সংসদীয় ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৪৬ শতাংশ।

উল্লেখ যে, চুয়াডাঙ্গায় দু’টি সংসদীয় আসনে ভোটকেন্দ্র ছিলো ৩৫৪টি। যার মধ্যে ২০৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৪৯টি কেন্দ্র সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিন্তু কোন প্রকার অপ্রতিকার কর্মকাণ্ড ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট দেয় সাধারণ নাগরিক।

জেলার দু’টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৮ জন। নির্বাচনী এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা ১৮১টি। নির্বাচনী এলাকা ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোটকেন্দ্রে সংখ্যা ১৭৩টি।